দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

## কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট ও কর্মচারীদের বেতন প্রসঙ্গে

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরাধীন ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ, লেদার টেকনোলজি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু করা হয়েছে। এতে অতি কম খরচে অনেক বেশি প্রকৌশলী তৈরি করা যাবে, যা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তৃতীয় ও চতুর্থ শিফট চালু করাও সম্ভব। এতে নতুন বিল্ডিং তৈরি ও জমি ক্রয় করার দরকার হবে না। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় শিক্ষক/কর্মচারীদের শূন্যপদগুলো পূরণপূর্বক কিছু মেশিন ও টুলস-এর প্রয়োজন হবে। এছাড়া ডবল শিফট-এর অতিরিক্ত কাজের জন্য শিক্ষক/কর্মচারীদেরকে অতিরিক্ত বেতন বা ভাতা হিসাবে মূল বেতনের শতকরা ৪০/৫০ অংশ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কারও পক্ষে আপত্তি থাকার কথা নয়। এতে নিয়মিত শিফট-এর একজন প্রকৌশলী তৈরিতে যেখানে খরচ পড়ে প্রায় ৮/৯ লাখ টাকা– সেখানে ঐ একই ধরনের একজন প্রকৌশলী তৈরি হবে দ্বিতীয় শিফটে মাত্র ৩০/৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে। যতটুকু জানি, অধিদফতরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিগত কয়েক মাস যাবত দ্বিতীয় শিফট চালু হওয়ার পর শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজের জন্য বেতন বা ভাতার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। দুঃখের বিষয়, প্রতিষ্ঠানসমূহের হাজার হাজার কর্মচারীর দ্বিতীয় শিফটের অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন বা ভাতার কোন যথাযথ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি গ্রহণ করেননি। ফলে কর্মচারীদের মাঝে ভীষণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম শিফটে যদি কর্মচারী ছাড়া না চলে তবে দ্বিতীয় শিফটে কর্মচারী ছাড়া কিভাবে কলেজ চলবে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এমনি অবস্থা যে এখানে শিক্ষক ছাড়া যেমনি প্রতিষ্ঠান চলে না তেমনি কর্মচারী ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোন মতেই চলা সম্ভব নয়। মূলত শিক্ষক/কর্মচারী এখানে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কথা হলো— শিক্ষকরা যদি অতিরিক্ত কাজের জন্য বেতন বা ভাতা পান তবে কর্মচারীদের অপরাধ কি?

উল্লেখিত সমস্যার সমাধানকল্পে অতি জরুরী ভিত্তিতে বর্তমানে ডবল শিফট-এর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন বা ভাতা ইতোপূর্বের মতো প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি।

**মোঃ আমজাদ হোসেন**
কুমারভোগ, লোহজং, মুন্সীগঞ্জ।